হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিল
Negotiable Instruments

ইউনিট ৫

ভূমিকা

নগদে লেনদেন করা প্রায় সময়ই ঝুঁকিপূর্ণ। নগদে আর্থিক লেনদেনের ঝুঁকি কমানোর জন্য বিকল্প হিসেবে হস্তান্তরযোগ্য দলিলের উদ্ভব হয়েছে। বর্তমানে নগদ অর্থের চেয়ে হস্তান্তরযোগ্য দলিলের মাধ্যমে লেনদেন সমাজের প্রতিটি স্তরে বিস্তৃত হয়েছে। এটি নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৮৮১ সালে হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইন প্রবর্তন করা হয়। এ আইনটি অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট। প্রত্যয়পত্র (Promissory note), বিনিময় বিল (Bill of exchange) ও চেক (Cheque) - মাত্র এ তিনটি দলিল এই আইনের আওতাভুক্ত। অন্য কোন লেনদেনের দলিল যেমন হুন্ডি, চালানি রশিদ ও লভ্যাংশ পরোয়ানা (Dividend warrant) এখনো এ আইনের আওতায় আনা হয়নি। এ ইউনিটে হস্তান্তরযোগ্য আইনের আওতায় চেক, প্রত্যয়পত্র এবং বিনিময়ে বিলের বিধিবিধান নিয়ে আলোচনা করা হবে। তাহলে আসুন, এ ইউনিটটি শেষ করি এবং হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিল সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নিই।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৫.১ : হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিলের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও শর্তাবলি
পাঠ-৫.২ : হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিলের শ্রেণিবিভাগ
পাঠ-৫.৩ : হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিলের আইনগত বিষয়
পাঠ-৫.৪ : সরকারি নোট বনাম ব্যাংক নোট
পাঠ-৫.৫ : ব্যাংক ড্রাফট ও পে-অর্ডার

মূখ্য শব্দ	চেক, প্রত্যয়পত্র, বিনিময় বিল

পাঠ-৫.১ হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিলের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও শর্তাবলি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিলের সংজ্ঞা বর্ণনা করতে পারবেন।
- হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিলের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিলের শর্তাবলি বর্ণনা করতে পারবেন।

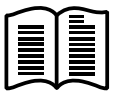

হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিলের সংজ্ঞা

হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিল এক ধরনের আর্থিক হাতিয়ার বা ঋণপত্র যা আইনগতভাবে একজনের কাছ থেকে অন্যজনের নিকট হস্তান্তর করা যায়। ধারক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ওই দলিলে লিখিত সম্পত্তিও সরল বিশ্বাসে দলিলগ্রহীতার অধিকারে চলে যায়। শুধু হস্তান্তর দ্বারা এ সকল দলিল বিক্রয়, পরিশোধ কিংবা মালিকানা স্থানান্তর করা যায় বিধায় দলিল আদেশ দ্বারা অথবা পৃষ্ঠাঙ্কনের মাধ্যমে বাহক দ্বারা এগুলো পরিশোধ্য।

ব্রিটিশ আমলে ১৮৮১ সালের হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইন জারি করে সরকার হস্তান্তরযোগ্য দলিলসমূহকে স্বীকৃতি প্রদান করে। এ আইনানুযায়ী প্রত্যয়পত্র বা অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল এবং চেক হস্তান্তরযোগ্য দলিল। হস্তান্তরযোগ্য দলিলসমূহের বৈশিষ্ট্য সমরূপ হলেও এগুলির মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। একটি হস্তান্তরযোগ্য দলিল অবশ্যই তার প্রস্তুতকারী কর্তৃক লিখিত ও স্বাক্ষরিত হতে হবে। দলিলে বর্ণিত নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নিঃশর্তভাবে তার বাহককে অথবা কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বা তার আদিষ্ট কোন ব্যক্তিকে চাওয়ামাত্র অথবা নির্দিষ্ট তারিখে কিংবা ভবিষ্যতে নির্ধারিত কোন তারিখে পরিশোধের জন্য প্রস্তুতকারী অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকে। বাহককে পরিশোধ্য হলে সকল হস্তান্তরযোগ্য দলিল শুধু অর্পণ দ্বারা হস্তান্তরযোগ্য করা যায়। আদেশ দ্বারা পরিশোধ্য হলে পৃষ্ঠাঙ্কন ও অর্পণ দ্বারা হস্তান্তর করা যায়। হস্তান্তরযোগ্য দলিলে সীলমোহর লাগাতে হয় এবং কিছু কিছু দলিলে সীলমোহর প্রয়োজন হয় না। হস্তান্তরযোগ্য দলিল হলেও চেকের মতো অঙ্গীকার চিঠাসমূহ রেখাঙ্কিত করা যায় না। আবার কিছু কিছু হস্তান্তরযোগ্য দলিলে স্বীকৃতির প্রয়োজন হয়।

বাংলাদেশে বহুল ব্যবহৃত হস্তান্তরযোগ্য দলিলসমূহের মধ্যে চেক একটি সাধারণ জনপ্রিয় দলিল যা ব্যাংক কর্তৃক আমানত হিসাবসমূহের বিপরীতে ইস্যু করা হয়। বাংলাদেশে ব্যাংকগুলো সকল শাখা তাদের আমানতকারীদের চলতি ও সঞ্চয়ী আমানত হিসাবের বিপরীতে চেক ইস্যু করতে পারে। দেশে ব্যাংকের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং ব্যাংকিং নেটওয়ার্ক সম্প্রসারিত হওয়ায় লেনদেনের নিষ্পত্তি ও অন্যান্য পরিশোধসমূহের জন্য চেকের ব্যবহার প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে বিনিময় বিল এবং অঙ্গীকারপত্রের ব্যবহার এখনও সীমিত। সরকার অঙ্গীকারপত্র ইস্যু করে এবং ব্যাংকগুলো তা ক্রয় ও ধারণ করে। ধারক ব্যাংকগুলো এ সকল হস্তান্তরযোগ্য দলিল বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট বাট্টা করতে পারে। সাধারণত বাংলাদেশে দুই ধরনের বিনিময় বিল ব্যবহৃত হয় - বৈদেশিক বিল এবং অভ্যন্তরীণ বিল। তবে আমাদের দেশে এসব বিলের ব্যবহার পর্যাপ্ত নয়। সাধারণত এসব হস্তান্তর যোগ্য দলিল বা বিনিময় বিল প্রাপক বা ধারকগণ ব্যাংকের নিকট বাট্টার বিনিময়ে নগদে বিক্রয় করে দেয়। বিল বাট্টাকরণের মাধ্যমে ব্যাংক কমিশন বা বাট্টা আদায় করে।

হস্তান্তরযোগ্য দলিল একটি লিখিত প্রত্যয়নপত্র। ১৮৮১ সালের হস্তান্তরযোগ্য দলিলের আইনে এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে– "হস্তান্তরযোগ্য দলিল বলতে একটি প্রতিশ্রুতিপত্র (Promissry note), বিনিময় বিল (Bill of Exchange) বা চেককে বোঝায় যা নির্দেশিত ব্যাক্তি বা বাহককে প্রদেয়। আবতাব একজন বিখ্যাত ব্যাংকিং লেখক। তিনি তাঁর (Negotiable Instruments) গ্রন্থে বলেছেন, "হস্তান্তরযোগ্য দলিল একটি কাগজ যা একজন ব্যক্তিকে কিছু অর্থের অধিকারী করে দেয় এবং অর্পণ বা পৃষ্ঠাংকনের মাধ্যমে এক ব্যক্তির কাছ থেকে অন্য ব্যক্তির কাছে হস্তান্তর করা যায়। যার কাছে কাগজটি হস্তান্তর করা হয় তিনি তাতে উল্লিখিত অর্থের অধিকারী হন এবং তিনিও আবার এটি হস্তান্তর করতে পারেন।" সুতরাং বুঝতেই পারছেন, হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইন দ্বারা স্বীকৃত একটি দলিল। হস্তান্তরযোগ্য দলিলের সম্পর্কে ধারণা পাওয়া গেল। এবার আসুন, এর বৈশিষ্ট্যগুলো জেনে নিই।

হস্তান্তরযোগ্য দলিলের বৈশিষ্ট্যাবলী (Features of Negotiable Instrument) :

১৮৮১ সালের হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইনের ১৩ ধারায় এর বৈশিষ্ট্যগুলোর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। আসুন সেগুলো জেনে নিই:

১. লিখিত দলিল (written document) ঃ এটি অবশ্যই লিখিত ও স্বাক্ষরিত হতে হবে। ধরুন, আপনি জনাব রহিমকে আপনার হিসাব থেকে টাকা উত্তোলনের জন্য একটি চেক দিবেন। সেটি অবশ্যই ব্যাংকের ছাপানো হতে হবে। চেকের উপর টাকার অংক লিখতে হবে। পরিশেষে এটিতে আপনার স্বাক্ষর থাকতে হবে। অনুরূপভাবে, দেনাদার যখন অঙ্গীকারপত্র ইস্যু করে, তখন সেটিতে অবশ্যই তাকে স্বাক্ষর দিতে হবে। পাওনাদার যখন বিনিময় বিল ইস্যু করে, তখন সেটি অবশ্যই লিখিত ও স্বাক্ষরিত হতে হবে।

২. **পক্ষসমূহ** (parties) ঃ অঙ্গীকারপত্রে দু'টি পক্ষ থাকে– অঙ্গীকার দাতা ও অঙ্গীকার গ্রহীতা। অন্যদিকে, বিনিময় বিল ও চেকে তিনটি পক্ষ থাকে– আদেষ্টা, আদিষ্ট ও প্রাপক।

৩. **শর্তহীন** (unconditional) ঃ এ দলিলে কোন শর্ত আরোপ করা যায় না।

৪. **প্রতিদান** (consideration) ঃ প্রতিদানের বিনিময়ে এ দলিল প্রাপ্ত হতে হবে। ধরুন, আপনি রাস্তায় একটি চেক কুড়িয়ে পেলেন। এ অর্থ আপনি উত্তোলনের অধিকার রাখেন না। কারণ এর বিনিময়ে আপনি চেক ইস্যুকারীকে কিছুই দেননি।

৫. ব্যবহার (use)ঃ এটি নগদ অর্থের পরিপূরক। অর্থাৎ নগদ টাকার পরিবর্তে চেক ব্যবহার করা যায়।

৬. হস্তান্তরযোগ্যতা (transferability) ঃ নগদ অর্থ যেমন একজন থেকে অন্য জনের কাছে হাতবদল করা যায়; তেমনিভাবে এটিও হাতবদল করা যায়। তবে, নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য এটি পৃষ্ঠাঙ্কনের মাধ্যমে হাত বদল করা হয়।

৭. নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ (specific amount) ঃ এ দলিলে প্রদেয় বা প্রাপ্য টাকার অংক একটি হতে হবে। যেমন- '৫,০০০ টাকা প্রদান করুন', এমনটি লেখা যাবে। "১,০০০ বা ৩,০০০ টাকা প্রদান করুন" - এমন লেখা যাবে না। কারণ টাকার অংকটি নির্দিষ্ট নয়।

৮. ত্রুটিমুক্ত স্বত্ব (defect-free rights) ঃ ইস্যুকৃত হস্তান্তরযোগ্য দলিল অবৈধ ঘোষণা করা না হলে বাহক পূর্ণ স্বত্ব বহন করবে।

৯. ত্রুটিমুক্ত হস্তান্তর (defect-free transfer) ঃ পূর্ববর্তী ধারকের ত্রুটির জন্য পরবর্তী ধারক (later holder) দায়ী থাকবে না।

১০. আইন দ্বারা স্বার্থ সংরক্ষিত (legal protection of rights) ঃ ঋণ দলিল হস্তান্তর দ্বারা কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হলে তিনি ১৮৮১ সালের হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইনের বিধান অনুযায়ী প্রতিকার পাবেন।

হস্তান্তরযোগ্য দলিলের হস্তান্তরের শর্তাবলী (Conditions of Negotiability)

হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইন ১৮৮১-এর মধ্যে এ দলিল হস্তান্তরের কতিপয় শর্ত রয়েছে। তাহলে আসুন শর্তগুলো জেনে নিই। এ আইন অনুযায়ী হস্তান্তর দু'ভাবে হতে পারে- ১. অর্পনের মাধ্যমে এবং ২. অনুমোদন ও পৃষ্ঠাঙ্কনের মাধ্যমে। নিচে বিষয়গুলো আলোচনা করা হলো:

১. অর্পণের মাধ্যমে হস্তান্তর ঃ উক্ত আইনের ৫৮ ধারা অনুযায়ী একটি প্রত্যয়পত্র বা বিনিময় বিল বা চেক হস্তান্তর করা যায়। পূর্বে জেনেছি, এ দলিলগুলোতে কোন শর্ত আরোপ করা যাবে না। তবে, 'কোন নির্দিষ্ট কাজ সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত তা কার্যকরী হবে না'- এমন শর্ত আরোপ করা যাবে।

২. অনুমোদন ও পৃষ্ঠাঙ্কন দ্বারা হস্তান্তর ঃ পৃষ্ঠাঙ্কন ও অনুমোদনের মাধ্যমে ৫৮ ধারা অনুযায়ী দলিল হস্তান্তর করা যায়। চেক বা অন্য কোন হস্তান্তরযোগ্য দলিল ফাঁকা অবস্থায় পাওয়ার পর পৃষ্ঠাঙ্কন করা হলে ধারক নিজ নাম স্বাক্ষর ছাড়া পৃষ্ঠাঙ্কনকারীর নামেই দলিলটি পুরোভাবে লিখে পৃষ্ঠাঙ্কন করে নিজেকে বা অন্যকে পরিশোধের নির্দেশ দিতে পারে। এর জন্য ধারকের ওপর পৃষ্ঠাঙ্কনকারীর কোন দায়-দায়িত্ব বর্তাবে না।

শিক্ষার্থীর কাজ	হস্তান্তরযোগ্য দলিলের বৈশিষ্ট্যগুলো খাতায় লিখুন।

সারসংক্ষেপ:

১৮৮১ সালের হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইন জারির মাধ্যমে হস্তান্তরযোগ্য দলিলসমূহকে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। উল্লিখিত আইনানুযায়ী অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল এবং চেক হস্তান্তরযোগ্য দলিল। বাংলাদেশে সচরাচর ব্যবহার্য হস্তান্তরযোগ্য দলিলসমূহের মধ্যে চেক একটি সাধারণ এবং জনপ্রিয় দলিল যা ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহককে তার আমানতি হিসাবের বিপরীতে ইস্যু করা হয়। এটি অবশ্যই লিখিত ও স্বাক্ষরিত হতে হবে। শুধু তাই নয়, এটি সাধারণত শর্তহীন হতে হয় অর্থাৎ এ দলিলে কোন শর্ত আরোপ করা যায় না। এর ব্যবহার আইন দ্বারা সংরক্ষিত। দু'ভাবে হস্তান্তরযোগ্য দলিল হস্তান্তর করা যায়- অর্পণের মাধ্যমে এবং অনুমোদন ও পৃষ্ঠাঙ্কনের মাধ্যমে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. নিচের কোনটি হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিল?
   ক. চেক — খ. বিনিময় বিল
   গ. আমানতের রশিদ — ঘ. প্রতিশ্রুতিপত্র

২. নিচের কোনটি হস্তান্তরযোগ্য দলিল?
   ক. প্রতিশ্রুতিপত্র — খ. চুক্তিপত্র
   গ. পে-অর্ডার — ঘ. এফডিআর

৩. নিচের কোনটি হস্তান্তরযোগ্য দলিলে আবশ্যকীয় উপাদান বহির্ভুত?
   ক. লিখিত — খ. অর্থের পরিমাণ
   গ. শর্তহীন — ঘ. প্রস্তুতকারকের পেশা

৪. কোনটি ছাড়া হস্তান্তর করা যায় না?
   ক. স্বাক্ষর — খ. ছবি
   গ. ভোটার আইডি — ঘ. জমা রশিদ

৫. বিনিময় বিল প্রস্তুতের ক্ষেত্রে কোনটি বাধ্যতামূলক?
   ক. স্ট্যাম্প সংযুক্তি — খ. দাগকাটা
   গ. আদালতের সম্মতি — ঘ. বাট্টার হার

৬. কত সালে হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইন প্রচলিত হয়?
   ক. ১৮৮১ — খ. ১৮৮৪
   গ. ১৯৯১ — ঘ. ১৯৯৩

৭. চেকের মেয়াদ কতদিন বহাল থাকে?
   ক. ৩ মাস — খ. ৬ মাস
   গ. ৯ মাস — ঘ. ১ বছর

৮. নিচের কোনটি হস্তান্তরযোগ্য দলিল নয়?
   ক. চেক — খ. অঙ্গীকার পত্র
   গ. বিনিময় বিল — ঘ. শেয়ার পরোয়ানা

৯. সকল প্রকার হস্তান্তরযোগ্য দলিলে কোন বৈশিষ্ট্যটি বিদ্যমান থাকে?

ক. সকল দলিলই স্ট্যাম্পযুক্ত থাকে? খ. সকল দলিলই যে কোন সাদা কাগজে লেখা যায়

গ. সকল দলিলই শর্তহীন প্রকৃতির ঘ. সকল দলিলে কম পক্ষে তিনটি পক্ষ থাকবে।

১০. হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইন প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য কোনটি?

ক. দলিল প্রস্তুতকারীদের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষা করা।

খ. দলিলের অপব্যবহার রোধ করা।

গ. সংশ্লিষ্ট পক্ষের স্বার্থ সুরক্ষা ঘ. সরকারের অধিকার রক্ষা করা।

১১. হস্তান্তরযোগ্য দলিল-

i. ছাপানো বাধ্যতামূলক

ii. যে কোন পরিমাণ টাকার জন্য প্রযোজ্য

iii. বিহিত মুদ্রায় পরিশোধযোগ্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i, ii ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১২. হস্তান্তরযোগ্য দলিল-

i. আদেশের মাধ্যমে দেয়

ii. মালিককে দেয়

iii. বাহককে দেয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i, ii ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১৩. হস্তান্তরযোগ্য দলিলের বৈশিষ্ট্য হলো-

i. শর্তহীন প্রকৃতি

ii. ঋণের প্রমাণ

iii. বিহীত মুদ্রায় পরিশোধ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i, ii ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-৫.২ হস্তান্তরযোগ্য দলিলের শ্রেণীবিভাগ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হস্তান্তরযোগ্য দলিল কত প্রকার ও কি কি অর্থাৎ শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা করতে পারবেন।

হস্তান্তরযোগ্য দলিলের শ্রেণিবিভাগ

১৮৮১ সালের হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইন-এর ১৩ ধারা অনুসারে হস্তান্তরযোগ্য দলিল তিন প্রকারঃ অঙ্গীকারপত্র (প্রতিশ্রুতিপত্র বা প্রত্যয়পত্রও বলা হয়), বিল অব একচেঞ্জ এবং চেক।

অঙ্গীকারপত্র (Promissory Notes)**ঃ** অঙ্গীকারপত্র সম্পর্কে হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইনের ৪ ধারায় বলা হয়েছে যে, অঙ্গীকারপত্র একটি লিখিত দলিল যার মাধ্যমে কোন ব্যক্তি নিঃশর্ত প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। উল্লেখ্য যে, এটি কোন ব্যাংক নোট বা বিহিত মুদ্রা নয়। এর মাধ্যমে কোন ব্যক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে অন্য কাউকে বা তার আদেশ মতো কাউকে বা বাহককে চাহিবামাত্র নির্ধারিত সময়ে বা ভবিষ্যতে নির্ধারণযোগ্য তারিখে পরিশোধ করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। নিচে কতিপয় শর্তে স্বাক্ষরিত অঙ্গীকারপত্রের উদাহরণ দেওয়া হলো:

১. আমি জনাব জামালকে বা তাঁর আদিষ্ট ব্যক্তিকে ৫০,০০০ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি;

২. আমি জনাব জাবেদের কাছে ঋণী;

৩. আমি শশীকে ৬,০০০ টাকা প্রদান করব।

এ ধরনের দলিলের বাহক বা প্রাপক নির্দিষ্ট অর্থ দিতে বাধ্য থাকে।

বিনিময় বিল (Bill of Exchange)**ঃ** বিনিময় বিল হলো আদেষ্টা কর্তৃক স্বাক্ষরিত ও শর্তহীন লিখিত দলিল যা দ্বারা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ কোন আদিষ্ট ব্যক্তিকে নির্ধারিত সময়ে প্রদান করার নির্দেশ প্রদান করা হয়। এটি এক ধরনের প্রত্যয় বা প্রতিশ্রুতি পত্র। নিচের বিষয়গুলো লক্ষ্য করুন:

- যিনি বিনিময় বিল তৈরি করেন তাকে লেখক বা drawee বলে;
- যাকে সম্পাদনের আদেশ দেওয়া হয় তাকে প্রাপক বা (holder) বলে;
- যার হেফাজতে থাকে তাকে ধারক (Accepor) বলে;
- যিনি স্বাক্ষর দিয়ে স্বীকৃতি প্রদান করেন এবং স্বীকৃতি জানান তাকে স্বীকৃতি দাতা (Acceptor) বলে;
- প্রকৃত বাহক স্বীকৃতি না দিয়ে অন্য কোন ব্যক্তি তাতে স্বীকৃতি প্রদান করলে তাকে 'প্রয়োজনসাপেক্ষ গ্রাহক' বা holder in due course বলে।

ব্যাংক চেক (Bank cheque)

হস্তান্তরযোগ্য দলিলগুলোর মধ্যে চেক সবচেয়ে বেশি প্রচলিত ও জনপ্রিয়। চেক সর্বত্র টাকার মত ব্যবহৃত হয়ে থাকে। একজন আমানতকারী যে দলিলের তার ব্যাংকের প্রতি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা প্রদান করার জন্য যে শর্তহীন আদেশ প্রদান করে, তাকে চেক বলে।চেক হলো ব্যাংকের আমানতকারী কর্তৃক লিখিত আদেশের মাধ্যমে উত্তোলন করার একটি আদেশনামা যা ব্যাংক মানতে বাধ্য।

নগদ টাকা হস্তান্তর ও লেনদেন করার মধ্যে যে সকল নিরাপত্তার অভাব রয়েছে চেকে তা নেই। চেক ব্যাংকের মাধ্যমে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। চেকের মাধ্যমে টাকা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিরাপদে নেয়া যায়। চেকের মাধ্যমে টাকা পরিশোধ করা হলে লিখিত রেকর্ড থাকে, হিসেব করা সহজ হয়, মুদ্রার বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা যায়, জালিয়াতি ও প্রতারণা রোধ করা যায়। চেকের বিভিন্ন প্রকারভেদ আছে। যথা- বাহক চেক, হুকুম বা আদেশকারী চেক, দাগকাটা চেক। দাগকাটা

চেক আবার দু'ধরনের হতে পারে। যথাঃ বিশেষ দাগকাটা চেক ও সাধারণ দাগকাটা চেক। একটি চেকে প্রধানতঃ তিনটি পক্ষ থাকে। যথা- আদেষ্টা, আদিষ্ট ও ব্যাংক। চেকের মাধ্যমে লেনদেন সহজ ও নিরাপদ হওয়ার কারণে চেকের জনপ্রিয়তা ও ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। উন্নত দেশসমূহে প্রায় সকল লেনদেনই চেকের মাধ্যমে হয়ে থাকে। বর্তমানে আমাদের দেশেও ক্রমশঃ চেকের ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

চেকে ৩টি পক্ষ থাকে-

১. আদেষ্টা (drawer)
২. আদিষ্ট (drawee)
৩. ব্যাংক (bank)

চেক প্রধানত ৩ প্রকার। যথা : বাহক চেক, হুকুম চেক ও দাগকাটা চেক। নিচে এগুলোর উপর আলোচনা করা হলোঃ

১. বাহক চেক (cbearer heque)

যে চেক যে-কোন ব্যক্তি ব্যাংকে উপস্থাপন করে টাকা তুলতে পারে তাকে বাহক চেক বলে। এ ধরনের চেক কোন প্রকার দাগকাটা থাকা চলবে না। যে এই চেক ধারণ করবে, সে-ই এ চেকের মালিক হবে এবং ব্যাংক থেকে টাকা তুলতে পারবে।

২. হুকুম চেক

যে চেকে প্রাপকের নামের শেষে 'অথবা' শব্দটির পর 'Order' বা 'আদেশক্রমে' লেখা থাকে, তাকে হুকুম চেক বলা হয়। চেকে উল্লিখিত ব্যক্তি বা তার আদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি এ চেকের টাকা ব্যাংক থেকে উঠাতে পারে না। ব্যাংক টাকা প্রদান করার সময় অবশ্য নির্দিষ্ট ব্যক্তির পরিচয় ভালোভাবে জেনে নেয়। বর্তমানে জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি নিয়ে ব্যাংক টাকা প্রদান করে।

৩. দাগকাটা চেক

যে চেকের উপরে বাম দিকে সমান্তরাল দুটি রেখা অংকন করা হয় এবং কখনও কখনো সমান্তরাল রেখা দুটির মধ্যে 'এন্ড কোং' বা 'কেবলমাত্র প্রাপকের হিসাবে' প্রভৃতি উল্লেখ থাকে তাকে দাগকাটা চেক বলে। এতে চেকের নিরাপত্তা বৃদ্ধি পায়। এ চেকের টাকা কোন ব্যাংকের মাধ্যমে ব্যতীত উত্তোলন করা যায় না। এতে চেকের জালিয়াতি ঠেকানো সম্ভব। এ ধরনের চেক হারিয়ে গেলে বা খোয়া গেলেও টাকা খোয়া যায় না। পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, "অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকি এড়ানোর উদ্দেশ্যে নিরাপত্তার ব্যবস্থা হিসেবে ব্যাংকের মাধ্যমে চেকের টাকা পরিশোধের লক্ষে চেকের উপরিভাগে বাম কোণে আড়াআড়ি দুটি দাগ কাটার মাধ্যমে যে চেক প্রস্তুত করা হয়, তাকেই দাগকাটা চেক বলে।"

এক প্রকারের চেক আছে যা 'ফাঁকা চেক' নামে পরিচিত। এরূপ চেকে অর্থের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে লেখা হয় না। আরেক প্রকার চেককে খোলা চেক বলে। এরূপ চেকে দাগকাটা হয় না। 'বাসি চেক' নামক চেক এমন ধরনের চেক যার মেয়াদ চেকে উল্লিখিত তারিখ থেকে ৬ মাস অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে।

চেক প্রত্যাখ্যাত হওয়ার অনেকগুলো কারণ রয়েছে। সেগুলো নিম্নরূপ:

১. অন্য ব্যাংকের বা অন্য শাখার চেক হলে।
২. আদেষ্টার স্বাক্ষর না থাকলে।
৩. চেকের স্বাক্ষর ব্যাংকে রক্ষিত গ্রাহকের নমুনা স্বাক্ষরের সাথে না মিললে।
৪. চেকে তারিখ না থাকলে।
৫. বাসি চেক হলে।
৬. এক হিসাবের চেক অন্য হিসাবে ব্যবহার করলে।
৭. চেকে হিসাব নম্বর না থাকলে।
৮. আদেষ্টা পাগল, দেউলিয়া বা মারা গেলে।
৯. চেকের টাকা পরিশোধ না করার জন্য গ্রাহকের নির্দেশ থাকলে।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার জ্ঞান ঝালাই করার জন্য প্রত্যয়পত্র সম্পর্কে আপনি যা জানুন তা খাতায় লিখুন।

সারসংক্ষেপ:

প্রত্যয়পত্র সম্পর্কে হস্তান্তরযোগ্য আইনের ৪ ধারায় বলা হয়েছে যে, প্রত্যয় পত্র বা প্রমিসরি নোট একটি লিখিত দলিল যার মাধ্যমে কোন ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষর করে নিঃশর্ত প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। উল্লেখ্য যে, এটি কোন ব্যাংক নোট বা বিহিত মুদ্রা নয়। আধুনিক যুগে হস্তান্তর যোগ্য দলিলগুলোর মধ্যে চেক সবচেয়ে সহজ, প্রচলিত ও জনপ্রিয়। চেক সর্বত্র টাকার মত ব্যবহৃত হয়ে থাকে। নগদ টাকা হস্তান্তর ও লেনদেন করার মধ্যে যে সকল নিরাপত্তার অভাব রয়েছে চেকে তা নেই। চেক ব্যাংকের মাধ্যমে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। চেকের মাধ্যমে টাকা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিরাপদে নেয়া যায়। যে চেক যে কোন ব্যক্তি ব্যাংকে উপস্থাপন করে টাকা তুলতে পারে তাকে বাহক চেক বলে। যে চেকে প্রাপকের নামের শেষে 'অথবা' শব্দটির পর 'আদেশক্রমে' লেখা থাকে, তাকে হুকুম চেক বলা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) দিন।

১. নিচের কোনটি চেকের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়?
ক. ব্যাংক খ. আমানতকারী
গ. বাহক ঘ. সরকার

২. চেকের আদেষ্টা কে?
ক. ব্যাংক খ. লেখক
গ. প্রাপক ঘ. বাহক

৩. হস্তান্তরযোগ্য দলিলের উদাহরণ হলো-
i. বিনিময় বিল
ii. প্রত্যর্থ পত্র
iii. ব্যাংক ড্রাফট
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i, ii ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪. বিনিময় বিল এবং প্রত্যয়পত্র-
i. শর্তহীন হয়
ii. স্ট্যাম্পযুক্ত থাকে
iii. উভয়েই তিনটি পক্ষ থাকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i, ii ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৫. স্ট্যাম্পযুক্ত হস্তারযোগ্য দলিল হলো-
i. চেক
ii. বিনিময় বিল
iii. পে-অর্ডার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i, ii ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-৫.৩ আইনগত বিষয়

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হস্তান্তরযোগ্য দলিলের আইনগত বিষয় বর্ণনা করতে পারবেন।

হস্তান্তরযোগ্য দলিলের আইনগত বিষয়

হস্তান্তরযোগ্য দলিলের আইন বাণিজ্যিক আইনের (Mercantile Law) একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বিশেষ করে বাণিজ্যিক লেনদেনের ক্ষেত্রে হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইনের তাৎপর্য অনেক। বাংলাদেশে অঙ্গীকারপত্র, বিনিময়পত্র এবং চেক হস্তান্তরযোগ্য দলিল (negotiable instruments) হিসেবে বিবেচিত। The Negotiable Instruments Act, 1881 সর্বমোট ১৭টি অধ্যায় এবং ১৩৯টি ধারা নিয়ে ১৮৮১ সালের ৯ ডিসেম্বর প্রণীত হয়। সে সময় থেকে দীর্ঘ পরিক্রমায় প্রায় ২০ বারের অধিক এ আইনটি সংশোধন করা হয়। শুধু ১৯৯৪ সাল থেকে ২০০৬ সালের মধ্যে ৯টি সংশোধনী আনা হয়। মূল ১৩৮ ও ১৩৯ ধারা বাতিল করে ১৩৮-এর স্থলে নতুন বিধান সংযোজন করা হয়। বিশেষত চেক প্রত্যাখ্যান বা cheque dishonour-এর ক্ষেত্রে শাস্তির বিধান এবং আদালতের এখতিয়ার সম্পর্কে বর্ণিত বিধান যেমন সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, তেমনি একপক্ষে আস্থা ও অপরপক্ষে আইন মান্য করার তাগিদ সৃষ্টি হয়েছে।

উপরে উল্লিখিত আইন অনুযায়ী তিনটি দলিলের বিধান নিম্নরূপঃ

(ক) অঙ্গীকারপত্র (Promissory Note) ঃ ধারা-৪ অনুযায়ী এমন একটি দলিল (যা ব্যাংক নোট বা কারেন্সি নোট নয়) যাতে কোনো ব্যক্তি স্বাক্ষর করে নিঃশর্ত প্রতিশ্রুতি প্রদান করে যে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বা তাঁর আদেশমতো বাহককে একটি নির্দিষ্ট অঙ্কের অর্থ চাওয়া মাত্র পরিশোধ করবে।

(খ) বিনিময় দলিল (Bill of Exchange) ঃ ধারা-৫ : লেখক কর্তৃক লিখিত ও স্বাক্ষরিত এমন একটি দলিল, যার দ্বারা কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে চাওয়ামাত্র একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা এর বাহককে প্রদানের নিঃশর্ত আদেশ প্রদান করা হয়। ৩২ ধারা মোতাবেক বিনিময় দলিলও প্রকৃতপক্ষে স্বীকৃতিদাতার দায়।

(গ) চেক (Cheque) ঃ ধারা-৬ : কোনো নির্দিষ্ট ব্যাংকের ওপরে লেখা এবং চাওয়ামাত্র বাহককে পরিশোধযোগ্য দলিলই চেক, যা আলোচ্য আইনের ৩১ ধারা মোতাবেক চেকদাতার দায়। এ আইনের ২৬ ধারায় বলা হয়েছে যে, চুক্তি আইন অনুযায়ী যে ব্যক্তি চুক্তি করার বা সম্পাদনের উপযুক্ত সে ব্যক্তিই অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় দলিল এবং চেক সম্পাদন, লিখন ও স্বীকৃতিদান করার যোগ্য। ১৯৯৪ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ১৩৮ ও ১৩৯ ধারার উল্লিখিত প্রভিশন বাতিল করে যে নতুন বিধান আনয়ন করা হয়, তা সংক্ষেপে নিম্নরূপ : ধারা : ১৩৮(১) : কোনো ব্যক্তি তার ব্যাংকের হিসাবে অপর কোনো ব্যক্তিকে চেক দিলেন; কিন্তু তাতে চেকে উল্লিখিত পরিমাণ টাকা স্থিতি (balance) না থাকলে অর্থাৎ পর্যাপ্ত টাকা না থাকলে ব্যাংক কর্তৃক চেকটি ফেরত দেয়া হলে ওই চেকটি প্রত্যাখ্যাত হয়েছে বা dishonoured বলে বিবেচিত হবে। চেকদাতার এ কাজ ১৩৮ ধারানুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এই অপরাধের জন্য এক বছর মেয়াদের কারাদণ্ড অথবা চেকে লিখিত পরিমাণ টাকার তিনগুণ অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে। তবে বর্ণিত অপরাধ সংঘটিত হতে হলে অবশ্যই নিম্নবর্ণিত শর্ত পূরণ করা আবশ্যকঃ

(ক) চেক ইস্যুর তারিখ থেকে ছয় মাসের মধ্যে চেকটি সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে উপস্থাপন (present) করতে হবে; (খ) হিসাবে চেকটি সমন্বয় করার মতো পর্যাপ্ত টাকা না থাকলে, চেকদাতাকে, ব্যাংক ৩০ দিনের মধ্যে উল্লিখিত পরিমাণ টাকা জমা দেওয়ার (makes a demand for the payment) জন্য নোটিশ দেবে; (গ) ওই নোটিশপ্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে চেকদাতা টাকা জমা দিতে ব্যর্থ হতে হবে। ধারা ১৩৮(২) : যে ক্ষেত্রে উপধারা (১) এর অধীন কোনো জরিমানা প্রযোজ্য হয় বা আদায় করা হয়, সে ক্ষেত্রে চেকে বর্ণিত টাকা এবং জরিমানার টাকাসহ সমুদয় অর্থ চেকদাতা বা ধারককে পরিশোধ করতে

হবে বা জমা দিতে হবে। **১৩৮(৩) :** উপরিউক্ত (১) ও (২) উপধারায় যা-ই বর্ণিত হোক না কেন, দেওয়ানি আদালতের মাধ্যমে চেকদাতার কোনো দাবি প্রতিষ্ঠা এবং আদায় করার অধিকার যথারীতি থাকবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার জ্ঞান ঝালাই করার জন্য হস্তান্তরযোগ্য দলিলে প্রতারিত হলে কী ধরনের প্রতিকার পাওয়া যায় তা খাতায় লিখুন।

সারসংক্ষেপঃ

হস্তান্তরযোগ্য বা বিনিময়যোগ্য দলিলের আইন বাণিজ্যিক আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বিশেষ করে বাণিজ্যিক লেনদেনের ক্ষেত্রে হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইনের তাৎপর্য বেশি। হস্তান্তরযোগ্য দলিলগুলো হলো: অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় দলিল ও চেক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইনের কোন ধারায় চেকের কথা বলা হয়েছে?
   ক. ধারা-৪ খ. ধারা-৫
   গ. ধারা-৬ ঘ. ধারা-৯

২. হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইনের কোন ধারায় বিনিময় বিলের কথা বলা হয়েছে?
   ক. ধারা-৪ খ. ধারা-৫
   গ. ধারা-৬ ঘ. ধারা-৭

৩. হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইনের কোন ধারায় অঙ্গীকারপত্রের কথা সম্পর্কে বলা হয়েছে-
   ক. ধারা-৪ খ. ধারা-৫
   গ. ধারা-৬ ঘ. ধারা-৭

৪. আদেষ্টা সম্পর্কে হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইনে কোন ধারায় বলা হয়েছে?
   ক. ধারা-৫ খ. ধারা-৬
   গ. ধারা-৭ ঘ. ধারা-৮

৫. আদিষ্ট সম্পর্কে হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইনের কোন ধারায় বলা হয়েছে?
   ক. ধারা-৫ খ. ধারা-৬
   গ. ধারা-৭ ঘ. ধারা-৮

৬. ধারক সম্পর্কে হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইনের কোন ধারায় বলা হয়েছে?
   ক. ধারা-৫ খ. ধারা-৬
   গ. ধারা-৭ ঘ. ধারা-৮

পাঠ-৫.৪ সরকারি নোট বনাম ব্যাংক নোট

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সরকারি নোট কী তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ব্যাংক নোট সম্পর্কে বলতে পারবেন।

সরকারি নোট বনাম ব্যাংক নোট

সাধারণত একটি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঐ দেশের মুদ্রা প্রচলন করে। এর কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায়। যেমন- স্কটল্যান্ডে বাণিজ্যিক ব্যাংকও মুদ্রা প্রচলনের সাথে সম্পৃক্ত। এরূপ মুদ্রাকে ব্যাংক নোট বলা হয়। বাংলাদেশে 'বাংলাদেশ ব্যাংক' এ ধরনের নোট প্রচলন করে। একে বিহিতমুদ্রা বা Legal tender বলে। আবার বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ও নোট ইস্যু করে। এগুলো হলো সরকারী মুদ্রা। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রচলিত কাগুজে নোট ও ধাতব মুদ্রাগুলো হলো : ১ টাকা, ২ টাকা, ৫ টাকা, ১০ টাকা, ২০ টাকা, ৫০ টাকা, ১০০ টাকা, ৫০০ টাকা এবং ১০০০ টাকা। বাণিজ্যিক ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডার ইস্যু করে মাত্র। কোন মুদ্রা ইস্যু করতে পারে না।

পাঁচ টাকা এখন সরকারি মুদ্রা। এক ও দুই টাকার পাশাপাশি পাঁচ টাকাও এখন সরকারি মুদ্রা। এত দিন পাঁচ টাকা ছিল বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রা। গভর্নরের স্বাক্ষরে এখন বাজারে রয়েছে সেই পাঁচ টাকার নোট। কিন্তু সরকারি মুদ্রা হিসেবে এখন থেকে পাঁচ টাকার নোটে স্বাক্ষর করেন অর্থসচিব। অর্থসচিবের স্বাক্ষর করা পাঁচ টাকার নোট বাজারে রয়েছে।

এত দিন সরকারি মুদ্রা ছিল ১ পয়সা থেকে ২ টাকা পর্যন্ত। আইন অনুযায়ী এখন সরকারি মুদ্রা হবে ১ পয়সা থেকে ৫ টাকা পর্যন্ত। বাংলাদেশ কয়েনেজ অর্ডার, ১৯৭২ সংশোধন করে গত বছর পাঁচ টাকাকে ব্যাংক মুদ্রা থেকে সরকারি মুদ্রায় রূপান্তর করে সরকার। এর ফলে দেশে প্রথমবারের মতো পাঁচ টাকার নোটে অর্থসচিবের স্বাক্ষর যুক্ত হয়েছে।

এদিকে বাংলাদেশ কয়েনেজ অর্ডার আইন সংশোধনের আগে অর্থ মন্ত্রণালয়ের এক কার্যপত্রে বলা হয়, সরকারি মুদ্রা সরকারের ঐতিহ্যের স্মারক। কিন্তু অর্থনীতি সম্প্রসারিত হলেও তাল মিলিয়ে সরকারি মুদ্রা বাড়েনি। আবার মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতা কমছে।

ব্যাংক নোটঃ

১। ব্যাংক নোট কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে প্রচলন হয়;

২। এটি বিহিত মুদ্রা বা Legal tender.

৩। ব্যাংক নোট কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রমিসরি নোট হিসেবে বিবেচিত হয়। সে কারণে এর গায়ে লেখা থাকে চাহিবা মাত্র এর বাহককে দিতে বাধ্য থাকবে।

সরকারি নোট ঃ

১। সরকারি নোট সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে থেকে অর্থ মন্ত্রানালয় থেকে প্রচলন হয়।
২। সরকারি নোট আইন সংগত নোট।
৩। সরকারি নোট প্রমিসরি নোট হিসেবে বিবেচিত হয় না।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার জ্ঞান ঝালাই করার জন্য সরকারি ও ব্যাংক নোটের পার্থক্য খাতায় লিখুন।

সারসংক্ষেপঃ

বর্তমানে বাংলাদেশে প্রচলিত কাগজের নোট ও ধাতব মুদ্রাগুলো হলঃ১ টাকা, ২ টাকা, ৫ টাকা, ১০ টাকা, ২০ টাকা, ৫০ টাকা, ১০০ টাকা, ৫০০ টাকা এবং ১০০০ টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রবর্তিত নোট ৬টিঃ ১০ টাকা, ২০ টাকা, ৫০ টাকা, ১০০ টাকা, ৫০০ টাকা এবং ১০০০ টাকা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. সরকারি নোট কোনটি?
   ক. ২ টাকা খ. ৫ টাকা
   গ. ১০ টাকা ঘ. ১০০ টাকা

২. ব্যাংক নোট কোনটি?
   ক. ১ টাকা খ. ২ টাকা
   গ. ৫ টাকা ঘ. ২০০০ টাকা

৩. ব্যাংক নোটে কার স্বাক্ষর থাকে?
   ক. ব্যাংকের খ. সচিবের
   গ. গভর্ণরের ঘ. ম্যানেজার

৪. সরকারি নোট কার স্বাক্ষর থাকে?
   ক. অর্থমন্ত্রীর খ. অর্থসচিবের
   গ. গভর্ণরের ঘ. প্রধানমন্ত্রীর

৫. ব্যাংক নোট কয়টি?
   ক. ২টি খ. ৬টি
   গ. ৭টি ঘ. ৫টি

৬. সরকারি নোট কয়টি?
   ক. ২টি খ. ৩টি
   গ. ৪টি ঘ. ৬টি

৭. সরকারি নোট ইস্যু করে কে?
ক. প্রধানমন্ত্রী খ. রাষ্ট্রপতি
গ. বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণর ঘ. অর্থমন্ত্রী

৮. ব্যাংক নোট ইস্যু করে কে?
ক. শিল্প মন্ত্রণালয় খ. স্টক এক্সচেঞ্জ
গ. বাংলাদেশ ব্যাংক ঘ.অর্থমন্ত্রণালয়

৯. কোনটি বাংলাদেশের সরকারি নোটের বৈশিষ্ট্য?
ক. বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্নরের স্বাক্ষরযুক্ত খ. সরকারের পরোক্ষ তত্ত্বাবধান
গ. সময় সময় রুপান্তরযোগ্য ঘ.অর্থ সচিবের স্বাক্ষরযুক্ত

১০. সরকারি নোটের বৈশিষ্ট্য হলো–
i. এতে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের স্বাক্ষর থাকে
ii. এতে অর্থ সচিবের স্বাক্ষর থাকে
iii. এর ব্যবহার সীমিত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i, ii ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১১. ব্যাংক নোটের বৈশিষ্ট্য হলো–
i. এটি হস্তান্তরযোগ্য
ii. এতে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের স্বাক্ষর থাকে
iii. এটি চাহিবামাত্র ইহার বাহককে দিতে বাধ্য থাকে।
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i, ii ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১২. বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত দলিল হচ্ছে-
i. পে-অর্ডার
ii. ব্যাংক ড্রাফট
iii. ব্যাংক নোট
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i, ii ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১৩. বাংলাদেশে এক টাকা ও দুই টাকার নোট হলো-
i. ব্যাংক নোট
ii. সরকারি নোট
iii. অঙ্গীকারপত্র
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i, ii ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১৪. পাঁচ টাকা, দশ টাকা ও একশত টাকার নোট হচ্ছে-
i. সরকারি নোট
ii. অঙ্গীকারপত্র
iii. ব্যাংক নোট
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i, ii ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-৫.৫ ব্যাংক ড্রাফট ও পে-অর্ডার

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ব্যাংক ড্রাফট বর্ণনা করতে পারবেন।
- পে-অর্ডার সম্পর্কে বলতে পারবেন।

ব্যাংক ড্রাফট ও পে-অর্ডার

পূর্বের পাঠে আমরা জেনেছি যে, বাণিজ্যিক ব্যাংক কোন বিহিত মুদ্রা ইস্যু করতে পারে না। তবে লেনদেনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয় এমন দু'টি দলিল যেমন ব্যাংক ড্রাফট ও পে-অর্ডার ইস্যু করতে পারে। তাহলে আসুন, এগুলো সম্পর্কে জেনে নিই। ব্যাংক ড্রাফট হচ্ছে একটি পেমেন্ট পদ্ধতি, যার মাধ্যমে প্রাপককে নগদ টাকার পরিবর্তে ব্যাংক কর্তৃক চেকের ন্যায় পেমেন্ট করা যায়। ব্যাংক ড্রাফট করা সহজ এবং অধিক নিরাপদ। সাধারণত আমাদের দেশে চাকুরী অথবা টেন্ডার প্রভৃতি কাজে ব্যাংক ড্রাফট করা হয়। এর জন্য ব্যাংককে নির্দিষ্ট পরিমাণ কমিশন এবং ভ্যাট দিতে হয়। ধরুন, আপনি ঢাকায় আছেন, আপনি জনাব আব্দুল আলীমকে নগদ টাকা না দিয়ে তার একাউন্টে নির্দিষ্ট ব্যাংকের শাখায় নগদ টাকার পরিবর্তে ব্যাংক ড্রাফট এর মাধ্যমে পেমেন্ট করতে পারেন। একে সংক্ষেপে ডিডি বা ডিমান্ড ড্রাফট (Demand Draft) বলা হয়। যদি পে-অর্ডার ইস্যুকারী ব্যাংক ও গ্রাহকের একাউন্ট একই ব্যাংকের ভিন্ন শাখায় হয়, তবে অনলাইন বাঙ্কগুলো গ্রাহক পে-অর্ডার জমা দেওয়ার সাথে সাথেই টাকা পরিশোধ করতে পারে। আর ব্যাংক যদি অনলাইন না হয়, সেক্ষেত্রে ব্যাংক চাইলে ফোনের মাধ্যমে ইস্যুকারী ব্যাংক থেকে নিশ্চিত হওয়ার পর পরিশোধ করতে পারেন। ফোন না করলে তারা পরিশোধকারী ব্যাংক থেকে 'নির্দেশনা' (এডভাইস) আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন এবং এডভাইস পাওয়ার পর টাকা জমা করবেন। আর গ্রাহক যদি অন্য ব্যাংকে পে-অর্ডারটি জমা করেন, তবে এই ব্যাংকটি টাকা সংগ্রহের জন্য clearing house-এর মাধ্যমে সংগ্রহ করবে। এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ তিন কার্যদিবস লাগবে। তবে এখন কিছু কিছু ব্যাংক এক দিনের মধ্যেও টাকা গ্রাহকের হিসাবে জমা করে। সেক্ষেত্রে প্রথম ক্লিয়ারিং হাউজ (দিনে দুবার ক্লিয়ারিং হাউজ বসে) বসার পূর্বেই গ্রাহককে তার হিসাবে পে-অর্ডারটি জমা করতে হবে। উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে এটি বলা যায়, ব্যাংক ড্রাফট, পে-অর্ডারের চেয়ে অপেক্ষাকৃত ত্বরিৎ পদ্ধতি। নিচে একটি পে-অর্ডার ফরমের নমুনা দেওয়া হলো:

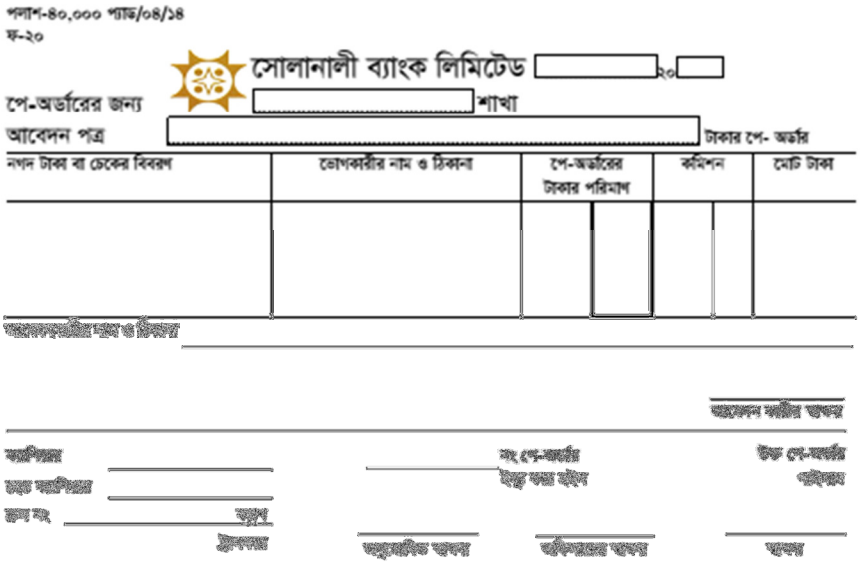

পলাশ-৪০,০০০ প্যাড/০৪/১৪
ফ-২০

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড ______ ২০__

পে-অর্ডারের জন্য আবেদন পত্র ______ শাখা

______ টাকার পে- অর্ডার

নগদ টাকা বা চেকের বিবরণ	ভোগকারীর নাম ও ঠিকানা	পে-অর্ডারের টাকার পরিমাণ	কমিশন	মোট টাকা

শিক্ষার্থীর কাজ	পে-অর্ডার ও ব্যাংক ড্রাফ্ট-এর পার্থক্য খাতায় লিখুন।

সারসংক্ষেপ:

ব্যাংক ড্রাফট হচ্ছে একটি পেমেন্ট পদ্ধতি। যার মাধ্যমে প্রাপককে নগদ টাকার পরিবর্তে ব্যাংক কর্তৃক চেকের ন্যায় পেমেন্ট করা যায়। ব্যাংক ড্রাফট করা সহজ এবং অধিক নিরাপদ। সাধারণত আমাদের দেশে চাকুরীর আবেদন অথবা টেন্ডার প্রভৃতি কাজে ব্যাংক ড্রাফট ব্যবহার করা হয়।পে অর্ডার এবং ডিমান্ট ড্রাফ্ট তৃতীয় পক্ষকে অর্থ প্রদানের নিরাপদ পদ্ধতি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. পে অর্ডার এবং ব্যাংক ড্রাফট এর মধ্যে নিষেধ কোন বৈশিষ্ট্যটি বিদ্যমান।
   ক. উভয় দলিলেই তিনটি পক্ষ থাকে — খ. উভয় দলিলই ব্যাংক ইস্যু করে।
   গ. উভয়ই হস্তান্তরযোগ্য ঋণ দলিল। — ঘ. উভয় দলিলই বিদেশে ব্যবহৃত হয়।

২. নিচের কোনটি জনপ্রিয় বিনিময় মাধ্যম?
   ক. পে-অর্ডার — খ. ব্যাংক নোট
   গ. চেক — ঘ. সরকারি নোট

৩. নিচের কোনটি সংগ্রহ করতে কমিশন প্রদান করবে হয়?
   ক. ব্যাংক নোট — খ. অঙ্গীকারপত্র
   গ. পে অর্ডার — ঘ. বিনিময় বিল

৪. কোন কারণে ব্যাংক ড্রাফট ব্যবহার করা হয়?
   ক. অর্থ যাতে নিরাপদে স্থানান্তরিত হতে পারে। — খ. পাওনাদারদের পাওনা পরিশোধের জন্য।
   গ. প্রাপক অর্থ প্রাপ্তির নিশ্চয়তার জন্য। — ঘ. অর্থের অপব্যবহার রোধ করার জন্য।

৫. স্বীকৃতির প্রয়োজন হয় কোন দলিলে?
   ক. প্রত্যয় পত্র — খ. চেক
   গ. শেয়ার ওয়ারেন্ট — ঘ. বিনিময় বিল

৬. পে-অর্ডারে ক্ষেত্রে-

i. হস্তান্তরের সুযোগ আছে
ii. ব্যাংকের সম্পৃক্ততা প্রয়োজন
iii. দাগ কাটা বাধ্যতামূলক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i, ii ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১. টীকা লিখুন–
   ক. বিনিময় বিল
   খ. প্রত্যয় পত্র
   গ. চেক
২. টীকা লিখুন-
   ক. সরকারি নোট
   খ. ব্যাংক নোট
৩. টীকা লিখুন
   ক. পে-অর্ডার
   খ. ব্যাংক ড্রাফ্ট

রচনামূলক প্রশ্নাবলী

১. চেকের সংজ্ঞা দিন।
২. একটি বৈধ চেকের শর্তসমূহ বর্ণনা করুন।
৩. চেক ব্যবহারের ফলে আপনি কি সুবিধা পাবেন?
৪. চেকের পক্ষগুলো আলোচনা করুন।
৫. আপনি কি ভাবে একটি চেক প্রস্তুত করবেন?
৬. চেক কত প্রকার ও কি কি?
৭. বাহক চেক কাকে বলে? বাহক চেকের বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি?
৮. বাহক চেকের সুবিধা অসুবিধা আলোচনা করুন?
৯. হুকুম চেক কাকে বলে? হুকুম চেকের বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি?
১০. হুকুম চেকের সুবিধা ও অসুবিধা গুলো বর্ণনা করুন।
১১. বাহক চেকও হুকুম চেকের মধ্যে পার্থক্য করুন।
১২. দাগ কাটা চেক কত প্রকার ও কি কি?
১৩. দাগ কাটা চেক ও দাগ বিহীন চেকের মধ্যে পার্থক্য করুন।
১৪. চেকে বিভিন্ন দাগ কাটার তাৎপর্য বর্ণনা করুন।
১৫. সাধারণ দাগ কাটাও বিশেষ দাগ কাটা চেকের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করুন।

সৃজনশীল প্রশ্নাবলীঃ

১. ১৯৮৫ সালে সালাম সাহেব তার প্রতিবেশী কামরান সাহেবকে ৫ কাঠার একটি জমি দলিলসহ বিক্রয় করলেন। কামরান এবং সালাম সাহেব উভয়ের মৃত্যুর পর ২০০০ সালে কামরান সাহেবের একমাত্র কন্যা জমিটি বিক্রয় করতে চাইলে তার দুই ভাই দাবি করল। উক্ত জমি সালাম সাহেবেরই সম্পত্তি। এতে কামরান সাহেবের কন্যা ক্ষুব্ধ হলেন।
ক. হস্তান্তর কাকে বলে?
খ. মালিকানা হস্তান্তর কীভাবে করা হয়?
গ. কামরান সাহেব সম্পত্তির প্রকৃত মালিক হলে তা কোন আইনের সাপেক্ষে? ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. উদ্দীপকে সালাম সাহেবের পুত্রদের দাবি কী যুক্তিযুক্ত? হস্তান্তর আইনের আলোকে মূল্যায়ন করুন।

২. নিলয় সাহেব একটি ফার্মেসি চালু করার জন্য তার বন্ধু ইমরানের নিকট হতে ৯০ হাজার টাকার ঔষধ সামগ্রী ক্রয় করে। কিন্তু নগদ অর্থ না থাকার কারণে, প্রস্তুতকৃত দলিলে নিলয় সাহেব এই অঙ্গীকার করেন যে, ৪ মাস পরে পূর্বালী ব্যাংকে উপস্থাপন করলে ইমরান সাহেব তার প্রাপ্য অর্থ পাবেন।
ক. ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রথম ব্যবহৃত ঋণের দলিল কোনটি?
খ. ভ্রমণকারীর চেক কীভাবে ইস্যু করতে হয়?
গ. উদ্দীপকে ইমরান সাহেব কর্তৃক প্রস্তুতকৃত দলিলটি কোন ধরনের হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিল তা ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. উদ্দীপকে নিলয় সাহেব কোন উক্ত দলিল ব্যবহার করেছেন বলে আপনি মনে করেন? উত্তরের সাপেক্ষে যুক্তি দিন।

৩.

এবি ব্যাংক
গুলশান শাখা, ঢাকা।

$\frac{CB}{A}$ 832555 SB NO: 0842433
Date: 14.05.2017

প্রদান করুন সজীব আহমেদ
অথবা বাহককে
টাকা পঞ্চাশ হাজার মাত্র

টাকা; ৫০,০০০০ মোঃ জামিল হক

ক. ঋণের দলিল কাকে বলে?
খ. টাকা লেনদেনের জন্য চেক কোন উপায়ে ব্যবহৃত হয়? ব্যাখ্যা দিন।
গ. উদ্দীপকে চেকের নমুনা পর্যবেক্ষণ করে কোন ধরনের তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব? বর্ণনা দিন।
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে একটি চেকে কী কী বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

৪. ঈদের ছুটিতে মিসেস নাহারের মেয়েরা তার বাসায় বেড়াতে আসল। বড় মেয়ে আমেরিকা থেকে তার ছেলে নিশাদকে নিয়ে এসেছে এবং ছোট মেয়ে ঢাকার ধানমন্ডি থেকে তার ছেলে রাফিকে নিয়ে এসেছে। মিসেস নাহার দুই নাতিকে উপহার হিসেবে দশ হাজার টাকা প্রদানের অঙ্গীকার করলেন, যা এক মাসের মধ্যেই কার্যকর হবে। তার বড় মেয়ে ১৫ দিন পর আমেরিকা ফিরে যাবে। নিশাদ তার প্রতিজ্ঞাপত্রটি সঙ্গে নিয়ে আমেরিকা ফিরে গেল।
ক. প্রতিজ্ঞাপত্র কাকে বলে?
খ. 'ব্যাংক ড্রাফট সর্বজনীন'- ব্যাখ্যা দিন।
গ. উদ্দীপকে আলোচ্য অঙ্গীকারনামা দুইটি কোন ধরনের তা একটি নমুনাসহ ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. উদ্দীপকে মিসেস নাহারের নাতিদের অঙ্গীকারপত্র চাওয়ার সার্থকতা মূল্যায়ন করো।

৫. ঈদের সেলামি দেয়ার জন্য আরমান সাহেব ৫০০ টাকার একটি নোট ব্যাংক থেকে ভাঙ্গিয়ে ২ টাকার ২৫০টি নতুন নোট গ্রহণ করলেন। তার ছোট ছেলে বলল, ব াবা ২ টাকার নোটগুলোতে বাংলাদেশ ব্যাংক লেখা নেই। কিন্তু আমি

সেলামিতে যতগুলো অন্য নোট পেয়েছি তাতে ঠিকই লিখা আছে বলে সে ১০০ টাকার নোট বাবার হাতে দিল। আরমান সাহেব তখন ছেলেকে দুইটির পার্থক্য বিশদভাবে বুঝিয়ে বললেন।

ক. ব্যাংক নোট কাকে বলে?

খ. সরকারি নোট কেন ছাপা হয়?

গ. উদ্দীপকে রহমান সাহেবের ছেলে কেন দুই টাকার নোটগুলোতে 'বাংলাদেশ ব্যাংক' লেখা খুঁজে পাইনি? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দুই টাকা এবং একশ টাকার নোট দু'টির তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো।

৬. সুহী RPL ব্যাংক-এর বসুন্ধরা মাখায় একটি দলিল স্বল্প কমিশনে ইস্যু করল। যাতে তার বান্ধবী পাপড়ি উল্লিখিত টাকা উক্ত ব্যাংকের উক্ত শাখা থেকেই তুলতে পারে। তারা দুইজনই ঢাকায় বসবাসকারী। অন্যদিকে একই দিনে সুহী তার বিদেশগামী বোন পারশার জন্য একই ব্যাংক থেকে আরেকটি দলিল ইস্যু করল। দ্বিতীয় দলিলে, সুহী উক্ত অঙ্গীকারনামায় আদ্ধ হলো, যে দুই মাস পর পারশা বিদেশে RPL ব্যাংকের একটি শাখা থেকে উল্লিখিত টাকা তুলতে সক্ষম হবে।

ক. ব্যাংক ড্রাফট কী?

খ. বিদেশগামীদের জন্য কোন ধরনের দলিল ব্যবহার করা সুবিধাজনক এবং কেন?

গ. উদ্দীপকে সুহী পাপড়ির জন্য কোন ধরনের দলিল ইস্যু করেছে? ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. সুহী একই ধরনের দলিল কেন তার বোন পারশার জন্য ব্যবহার করতে পারেনি?- এ বক্তব্যের যথার্থতা নিরুপণ করুন।

৭. ২০১৪ সালে নাসির উদ্দিন তার বন্ধু সাইদুর রহমান কর্তৃক একটি চেক গ্রহণ করন, যাতে ২০১৫ সালে CB Bank থেকে নাসির উদ্দিনকে ৫০,০০০ টাকা প্রদানের অঙ্গীকার ছিল। কিন্তু ২০১৫ সালে নাসির উদ্দিন CB Bank কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অবগত হলেন যে, চেকটি প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

ক. হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইনটি কত সালের?

খ. কেন বিনিময় বিলে প্রত্যাখ্যান দুটি ক্ষেত্রে ঘটতে পারে?

গ. উদ্দীপকের নাসির উদ্দিনের পরিস্থিতি হস্তান্তর আইনের আলোকে ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. উক্ত পরিস্থিতে নাসির উদ্দিন কীভাবে হস্তান্তর আইন থেকে উপকৃত হতে পারেন বলে আপনি মনে করুন?

৮. আসলাম সাহেব বাসার গৃহপরিচারিকা কলির নিকট থেকে জানতে পারল, মেয়েটির বাবার মৃত্যুর পর তাদের ক্রয়কৃত একটি জমি প্রাক্তন মালিক কর্তৃক দখল হয়েছে। আসলাম সাহেব কলিকে পরামর্শ দিলেন উপযুক্ত দলিল প্রমাণসহ আদালতে একটি মামলা করার জন্য। কিন্তু কলি জানালো জমিটির কেনা-বেচা শুধু অর্থের মাধ্যমে হয়েছে। আসলাম সাহেব দুঃখিত হয়ে তাকে জানালেন এক্ষেত্রে আর কিছুই করার নেই।

ক. বিনিময় বিলে কয়টি পক্ষ থাকে?

খ. হস্তান্তরযোগ্য দলিলের ধারকত্ব বলতে কী বোঝায়?

গ. উদ্দীপকে দলিল না থাকায় কোন ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হয়? ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. কলির কাছে হস্তান্তরযোগ্য দলিল থাকলে সে কীভাবে উপকৃত হতে পারতো? বিশ্লেষণ করুন।

৯. সুহাইমি আমেরিকা ভ্রমণের সময় নগদ টাকা সাথে রাখাকে নিরাপদ মনে করলো না। ফলে ভ্রমণের একমাস আগে সে 'X Bank' থেকে $5000-এর চেক ইস্যু করলো, যাতে একমাস পর আমেরিকার 'X Bank' যেকোনো শাখা থেকে সে টাকা তুলতে সক্ষম হবে।

ক. হস্তান্তরযোগ্য দলিলে উপস্থাপনের সময় কোন ধারায় বর্ণিত আছে?

খ. হস্তান্তরযোগ্য মেয়াদকাল বলতে কী বোঝায়?

গ. উদ্দীপকে সুহাইমি কোন ধরনের চেক ইস্যু করেছে? ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. উদ্দীপকে বিদেশগামী হিসেবে সুহাইমির চেকটি ইস্যু করার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.১ :	১.গ	২.ক	৩.ঘ	৪.ক	৫.ক	৬.ক	৭.খ	৮.ঘ	২৬.গ	২৭.গ
	৩৬.খ	৪০.ঘ								
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.২ :	১.গ	২.খ	৩.ক	৪.খ	৫.খ					
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৩ :	১.গ	২.খ	৩.ক	৪.গ	৫.গ	৬.ঘ				
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৪ :	১.ক	২.গ	৩.গ	৪.খ	৫.গ	৬.ক	৭.ঘ	৮.গ	৯.ঘ	১০.খ
	১১.ঘ	১২.ঘ	১৩.খ	১৪.গ						
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৫ :	১.খ	২.খ	৩.গ	৪.ক	৫.ঘ	৬.ক				